182. Qc. 945. 22

মহাস্থবির জাতক

Pt. 3

(তৃতীয় পর্ব)

"মহাস্থবির"

NATIONAL LIBRARY
No. 887
Date. 10.12.'54.
CALCUTTA

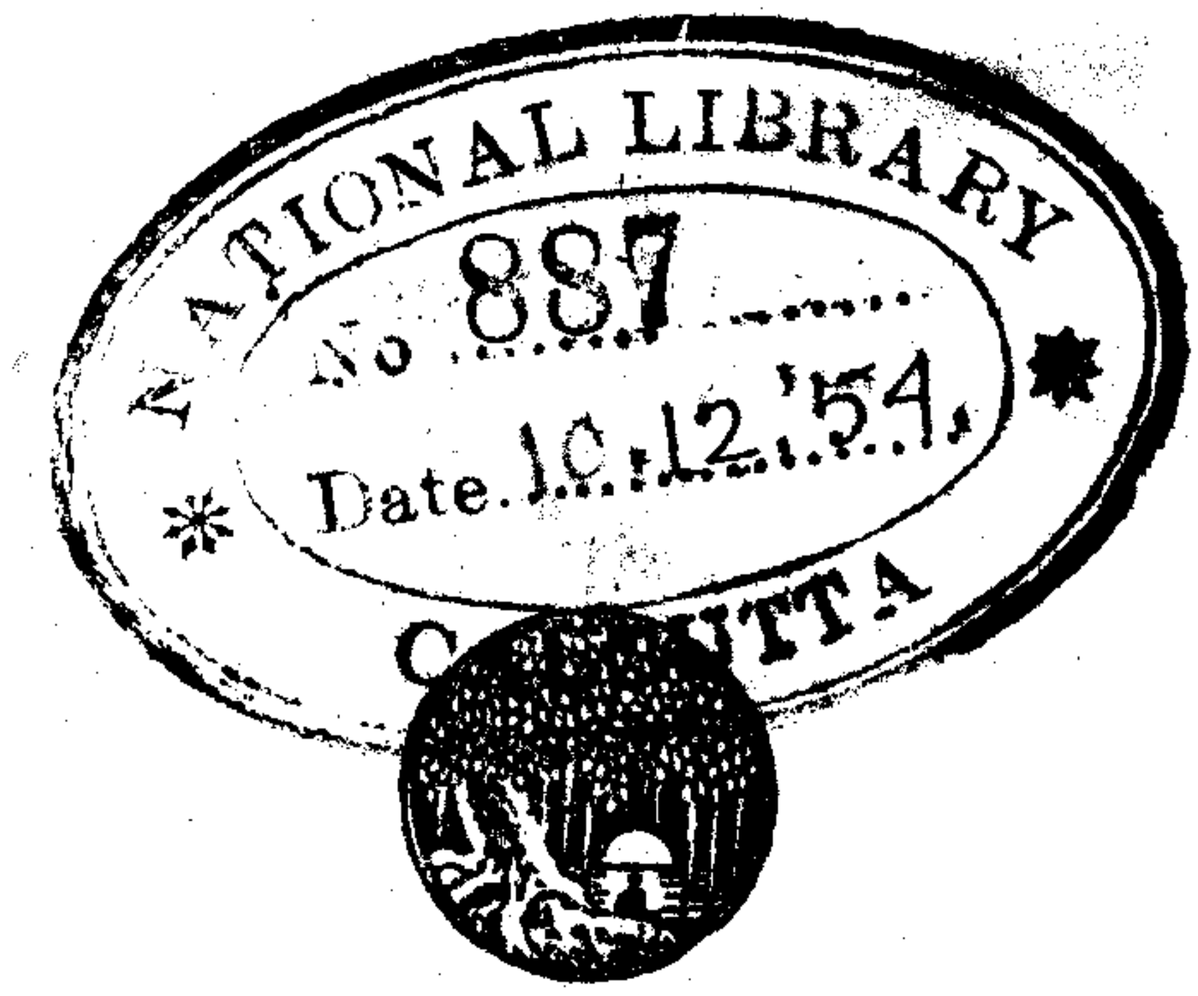

...ন পাবলিশিং হাউস
...দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭

182. Cc. 954. 321
Pr. 3

মহাস্থবির জাতক

(তৃতীয় পর্ব)

"মহাস্থবির"

NATIONAL LIBRARY
No. 887
Date. 10.12.'54.
CALCUTTA

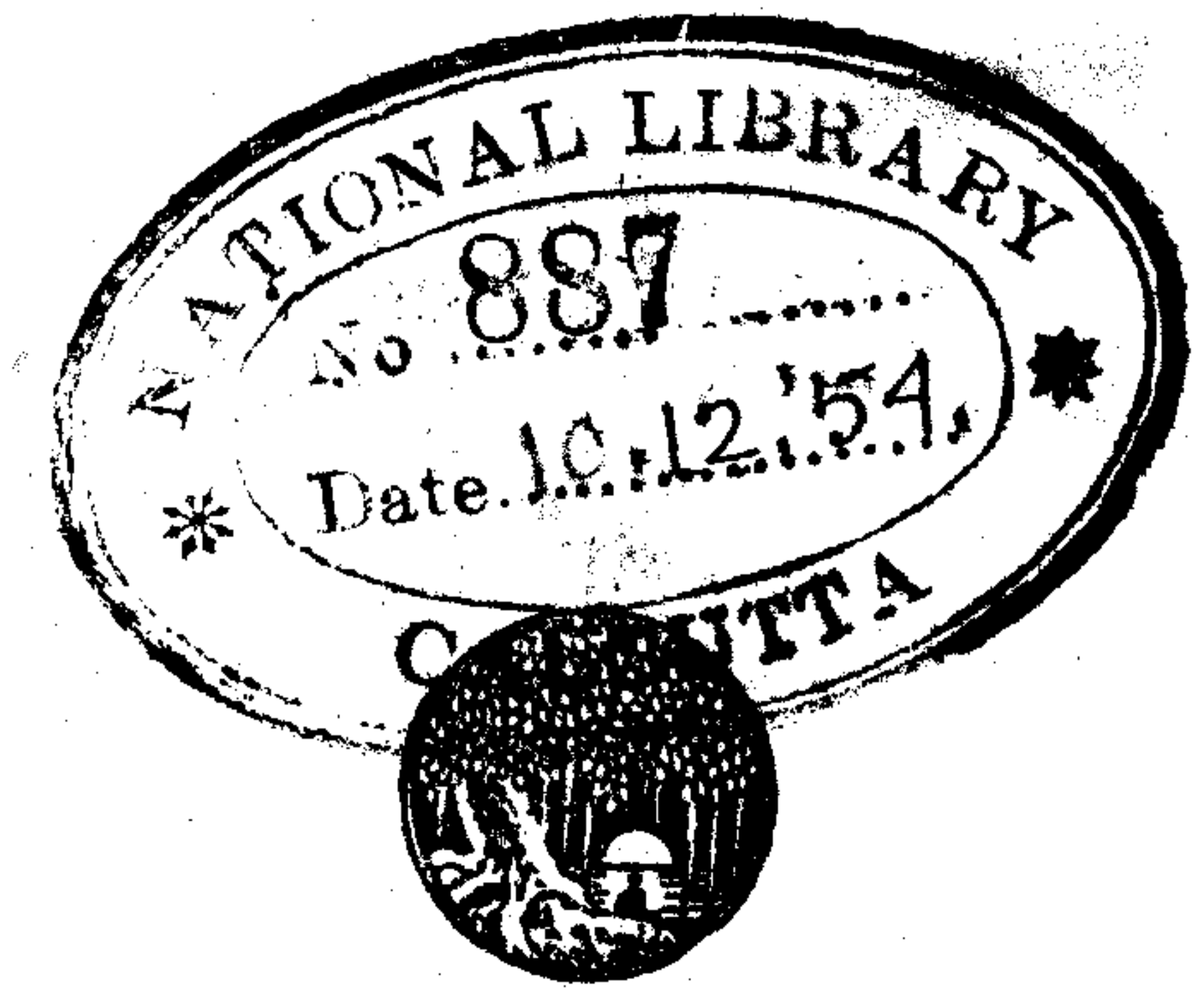

[illegible]ন পাবলিশিং হাউস
[illegible]দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭

WEST BENGAL

প্রচ্ছদপট : শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬১

মূল্য পাঁচ টাকা

SHELF LISTED

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নিবেদন

'মহাস্থবির জাতক' লিখতে আরম্ভ ক'রে মনে হয়েছিল তিন চার বছরের মধ্যেই কয়েক পর্ব লেখা সম্পূর্ণ করতে পারব। কিন্তু তা হয় নি—অর্থাৎ আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল, যা মনে করা যায় সব সময়ে তা হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয় পর্ব লেখবার সময়েই আমার দেহ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিছুকাল পরে একটু সুস্থ হয়েই তৃতীয় পর্ব লিখতে শুরু করি। তৃতীয় পর্ব যখন মাসে মাসে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন আবার ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ি। সেই সময়েই মাসে মাসে নিয়মিতভাবে 'জাতকে'র আবির্ভাব হয়তো বন্ধ হয়ে যেত যদি না স্নেহাস্পদা কবি উমা দেবী তাঁর সাহায্যহস্ত প্রসারিত করতেন। তিনি প্রতি মাসে পাণ্ডুলিপি থেকে আমার দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর উদ্ধার ক'রে নিয়মিতভাবে প্রেস-কপি তৈরি ক'রে দেওয়ায় 'জাতক' প্রকাশের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল—এজন্যে এখানে তাঁর ঋণ স্বীকার করছি।

"মহাস্থবির"

উৎসর্গ

দুর্দিনে দুর্গম পথের সহযাত্রী

বন্ধু

উষাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে

মহাস্থবির জাতক

তৃতীয় পর্ব

কবি বলেছেন, সুখ-দুখ দুটি ভাই। কি রকম ভাই? মায়ের পেটের ভাই, কি চোরে চোরে মাসতুতো ভাই—সে বিষয়ে তিনি নীরব। তাই সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে এইখানে তেড়ে একটি ভাষণ ঝাড়বার প্রলোভন হচ্ছে। কিন্তু ভয় নেই, সংযত হচ্ছি। আপনারা শুধু একবার মনশ্চক্ষু উন্মীলন ক'রে দেখুন, স্থবির শর্মা চটিজুতো পায়ে দিয়ে চ্যাটাং চ্যাটাং করতে করতে চলেছে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ফুটপাথ দিয়ে ইস্কুলের দিকে। বগলে তার খানকয়েক বই, তাতে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আছে; কিন্তু যে অভিজ্ঞান তার মাথায় বোঝাই করা রয়েছে তার তুলনায় সে সব জ্ঞান অতি তুচ্ছ। কিন্তু সংসার তা স্বীকার করলে না, তাই আবার এই কৃচ্ছ্র সাধনের অভিনয়—

বাড়িতে ফিরে আসবার পর বাবা কোনও কথা বললেন না—না বকুনি, না প্রহার। শুধু বললেন—কাল থেকে আবার ইস্কুলে যেতে আরম্ভ কর।

আমি আশঙ্কা করেছিলুম, বাড়ি ফিরলে বাবা মেরে একেবারে পাট বিছিয়ে দেবেন। কিন্তু পাছে আবার পলায়ন করি, এ জন্যে তিনি কিছু বললেন না। প্রহারের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে আমিও ভালমানুষের মত ইস্কুলে যেতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। আমি মনে করলুম, বাবা কি ভালমানুষ; আর বাবা মনে করলেন, আমার ছেলে কি বাধ্য! কিন্তু আমরা দুজনেই ভুল করলুম, কারণ বাড়ি থেকে পালানো আমার বন্ধ হ'ল না। বাবাকেও দীর্ঘকাল ধ'রে আপসোস করতে শুনেছি যে, প্রথমবারের পলায়নের পর বেশ উত্তম-মধ্যম পেলে আমি আর কখনও পালাতে সাহস করতুম না। আর আমার দিক দিয়ে আমিও বহুকাল আপসোস করেছি এই ভেবে যে, প্রথমবারেই যদি স্কুলে যেতে

অস্বীকার করতুম, তা হ'লে যা হবার তখুনি একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হয়ে যেত, কারণ প্রতিবারেই গৃহপ্রত্যাগমনের পর আবার আমায় ইস্কুলে যেতে হয়েছে।

যা হোক, ইস্কুলে যেতে হ'লেও পড়াশুনোর বালাই আর রইল না। স্বদেশীর বন্যায় সারা বাংলা দেশ তখন টলমল করছে। ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ হয়েছে—গোলামখানা। এই স্বদেশীর কল্যাণে অনেক ছেলে ইস্কুল-কলেজের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে গেল, অনেক ধনী-অভিভাবক ব্যাপার সুবিধা নয় বুঝে ছেলেদের বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন। বোম্বাইয়ের খলিফারা এই সুযোগে গরিব বাঙালীর পয়সায় বড়লোক হতে লাগল। বাঙালীরা বিলিতী মিলের ধুতি বর্জন ক'রে ডবল দাম দিয়ে বোম্বাই মিলের চট কিনতে লাগল। আর তার পরিবর্তে বোম্বাইয়ের মিলওয়ালারা বাংলা ও বিহারের কয়লা বর্জন ক'রে দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে কয়লা আমদানি ক'রে বাংলার ঋণ পরিশোধ করতে লাগল।

বাঙালীর জাতীয় জীবনে পূজা, দোল, দুর্গোৎসব, পরনিন্দা, ঘোঁট, কীর্তন প্রভৃতি উৎসবে উৎসাহ ছিল প্রচুর, কিন্তু এই স্বদেশী আন্দোলন তাদের জীবনে উৎসাহের সঙ্গে নিয়ে এল উত্তেজনা।

স্বদেশী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ আজ চলচ্চিত্রের মতন মনের পর্দায় একে একে ভেসে উঠছে। ভেসে উঠছে বাঙালীর সেই উন্মাদনার চিত্র, সেই ভাবের জোয়ার—যাতে একদিন তারা হাত পা ছেড়ে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। অদ্ভুত এই বাঙালী-চরিত্র! তারা পূজা করে শক্তির, কিন্তু চর্চা করে মাধুর্য রসের—তাই কাটলেট ও মালপোয়ায় তাদের সমান রুচি। এই স্বদেশীর দিনে তারা কীর্তনের সুরে যুদ্ধের গান গেয়ে সকলকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত ক'রে বেড়াতে লাগল।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইংরেজরা কিছুকাল মুসলমান-দমননীতি চালিয়ে ও সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের পিঠে হাত বুলিয়ে কিছুতেই এই মূর্তিপূজকদের বাগে আনতে না পেরে হিন্দু-দমন ও মুসলমান-তোষণ নীতি অবলম্বন করলে—যার